

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
গাজীপুর-১৭০৬।


সংস্করণ-২  
১৩৬৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/গাড়ী ক্রয়/যৌথভাবে জমি ক্রয়/যৌথভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ/অন্যান্য (Any Purpose) বাবদ হোলসেল ঋণ কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক হতে গ্রহণকৃত ঋণের অর্থ বন্টন ও আদায় সংক্রান্ত নীতিমালা :

১. শিরোনাম ও প্রবর্তন: এই নীতিমালা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ ফ্ল্যাট নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/গাড়ী ক্রয়/যৌথভাবে জমি ক্রয়/যৌথভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ/অন্যান্য (Any Purpose) বাবদ হোলসেল ঋণ কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক হতে গ্রহণকৃত ঋণের অর্থ বন্টন ও আদায় সংক্রান্ত নীতিমালা হিসাবে গণ্য হবে।
২. সংগা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনকিছু না থাকলে এই নীতিমালায়:
  - ক) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ;
  - খ) 'ব্যাংক' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংক ;
  - গ) 'ঋণ' অর্থ গৃহ ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/গাড়ী ক্রয়/যৌথভাবে জমি ক্রয়/যৌথভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ/অন্যান্য (Any Purpose) বাবদ হোলসেল ঋণ বুঝাবে।
৩. প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার হোলসেল ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনুমোদিত ২০০(দুইশত) কোটি টাকা ঋণ বিতরণের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাহিদা যোতাবেক পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই ঋণ রিভলভিং ঋণ হিসেবে পরিগণিত হবে।
৪. ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋণ প্রদান করবেন। ব্যাংক প্রদত্ত হোলসেল ঋণ দান পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হবে। এক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে না।
৫. ঋণের টাকা ব্যাংক হতে গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহণের মধ্যে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 'হোলসেল ঋণ দান ফান্ড' শিরোনামে একটি এসটিডি হিসাব খোলা হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য বরাদ্দকৃত ঋণের অর্থ উক্ত হিসাবে জমা রাখবে এবং উক্ত অর্থ হতে ঋণ বিতরণ পরিচালিত হবে। পাশাপাশি বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত অর্থ উক্ত হিসাবে জমা হবে এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত হিসাব হতে কিস্তির অর্থ আদায় করবে।
৬. ঋণের পরিমাণ:

শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্রেড ভিত্তিক ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নিম্নরূপ হবে:

  - ক) গ্রেড ০৪ হতে ০১ পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।
  - খ) গ্রেড ০৭ হতে ০৫ পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৪০(চল্লিশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।
  - গ) গ্রেড ১০ হতে ০৮ পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৩০(ত্রিশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।
  - ঘ) গ্রেড ১৩ হতে ১১ পর্যন্ত কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ২০(বিশ) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।
  - ঙ) গ্রেড ১৭ হতে ১৪ পর্যন্ত কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ১৮(আঠার) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।
  - চ) গ্রেড ২০ হতে ১৮ পর্যন্ত কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ১২ (বার) লক্ষ টাকা তবে নির্ধারিত জামানতের অধিক নয়।
৭. ঋণের শর্ত:
  - ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্থায়ী পদে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই ঋণের আওতায় আসবে। তবে লিয়েন/বিনা বেতনে ছুটিতে থাকা অবস্থায় কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
  - খ) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স ন্যূনতম ০৫(পাঁচ) বছর এবং চাকুরী পেনশনযোগ্য হতে হবে।
  - গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন থাকলে অথবা ফৌজদারী মামলা থাকলে তিনি এ ঋণের আওতায় আসবেন না তবে মামলা নিষ্পত্তিতে এ ঋণের সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
  - ঘ) আদালত কর্তৃক ঘোষিত অর্থ দত্ত অথবা কারাদন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হলে অথবা অন্য কোন অপরাধের কারণে কোন ঋণগ্রহীতা পেনশন সুবিধা ব্যতীত চাকুরীচ্যুত হলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইনে (Public Demands Recovery Act) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
  - ঙ) পেনশনের ৫০% অর্থ, সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলের স্থিতি এবং বীমা অঙ্কের পরিমাণ এই তিনটি খাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রাপ্য অর্থের সর্বোচ্চ ১০০% অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদেয় হবে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত খাতসমূহ জামানত হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হবে।



১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যদি উক্ত ফীমের আওতায় পুনরায় ঋণ গ্রহণের আবেদন করেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্বের গৃহীত ঋণ সমন্বয় করত: অথবা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করা যাবে। এক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত ঋণ ও পরবর্তীতে গৃহীত ঋণের যোগফল ঋণ গ্রহীতার মোট ঋণ দায় হিসাবে গণ্য হবে।

ছ) গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ (আসল+মুনাফা) পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণের টাকায় অর্জিত সম্পত্তি ঋণগ্রহীতা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়, বন্ধক, দান অথবা অন্যকোনরূপ হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

জ) ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, চাকুরীচ্যুত কিংবা মৃত্যুবরণ করলে অবশিষ্ট ঋণের অর্থ গ্রহীতা কিংবা মৃত ব্যক্তির নমিনীর প্রাপ্য পেনশন, অর্জিত ছুটির অর্থ, সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অর্থ, বীমার অর্থ অথবা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হতে এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

ঝ) যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ গ্রহণের পর বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষার্থে দেশে বা বিদেশে গমন করেন তাহলে ঋণের অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে হবে। তবে কোন কারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ ব্যর্থ হলে এই মর্মে অঙ্গিকার করবেন যে, দেশে/বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তার মাসিক বেতন হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করবেন। একই সাথে তিনি একজন গ্যারান্টার নিয়োগ করবেন (অধ্যাপক/সমমান, সহযোগী অধ্যাপক/সমমান, রেজিস্ট্রার/সমমান, সমপদমর্যাদার শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্বামী/স্ত্রী, বৈধ উত্তরাধিকার) যিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার কিস্তি প্রদানে ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে পৃথক জামিনপত্র (লেটার অফ গ্যারান্টি) প্রদান করবেন।

ঞ) লিয়েন/ডেপুটেশনে দেশে বা বিদেশে গমন করলে ঋণের অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে হবে। তবে কোন কারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে একই সাথে তিনি একজন গ্যারান্টার নিয়োগ করবেন (অধ্যাপক/সমমান, সহযোগী অধ্যাপক/সমমান, রেজিস্ট্রার/সমমান, সমপদমর্যাদার শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্বামী/স্ত্রী, বৈধ উত্তরাধিকার) যিনি ঋণ গ্রহীতার অপারগতায় নিয়মিতভাবে তার কিস্তি প্রদানে ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে পৃথক জামিনপত্র (লেটার অফ গ্যারান্টি) প্রদান করবেন।

ট) ঋণগ্রহনকারীদের নিকট হতে ব্যাংক কোনরূপ সার্ভিস চার্জ কিংবা অন্য কোন প্রকার চার্জ/মাসুল গ্রহণ করিবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা এবং মঞ্জুরীকৃত ঋণের হিসাবরক্ষণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারিশ্রমিক/সম্মানী, সংশ্লিষ্ট কমিটির আপ্যায়ন ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে মোট মঞ্জুরীকৃত ঋণের ০.১% হারে অতিরিক্ত চার্জ গ্রহণ করা হবে। উক্ত চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ "সার্ভিস চার্জ, গৃহ নির্মাণ কর্পোরেট ঋণ, বশেমুরকুবী, গাজীপুর" শিরোনামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলে সংরক্ষণ করতে হবে। যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ট্রেজারার এবং রেজিস্ট্রার এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যয় করা যাবে।

ঠ) ব্যাংকের মুনাফার হার সময় সময়ে কমে গেলে ঋণ পূণ: তফসিল করে মুনাফা এবং কিস্তির টাকার পরিমাণ পূণ:নির্ধারণ করা হবে। এই ঋণ অনুর্ধ্ব ২৪০ কিস্তিতে আসল ও মুনাফাসহ মাসিক বেতন হতে অগ্রিম পরিশোধ করা হবে।

ড) গ্রেস পিরিয়ড ১৮ মাস হলে অনুর্ধ্ব ২২২ কিস্তিতে আসল ও মুনাফাসহ মাসিক বেতন হতে অগ্রিম পরিশোধ করা হবে।

ঢ) মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদনের লক্ষ্যে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প মুদ্রিত আকারে সংগ্রহ করে যথাস্থানে স্বাক্ষরের পর অর্থ ও হিসাব শাখায় প্রেরণ করবেন।

ন) ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক বেতন বিল হতে নিয়মিতভাবে কিস্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে এবং কেউ কোন অবস্থাতেই ঋণের কিস্তি বন্ধ রাখার আবেদন করতে পারবেন না। ঋণ গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিল হতে ঋণের কিস্তি কর্তন শুরু হবে অথবা গ্রেস পিরিয়ড ১৮ মাস থাকলে গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরবর্তী ১৯তম মাস হতে কিস্তি গণনা শুরু হবে।

প) যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ঋণের অর্থ এককালীন পরিশোধের জন্য আবেদন করেন তাহলে মুনাফার পরিমাণ পুন:নির্ধারণ করত: ঋণ মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে মুনাফাআসলসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে পরবর্তীতে ঋণের জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অগ্রিম চার্জ দাবী করতে পারবে না।

ফ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার ঋণ সংক্রান্ত সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার ও উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) সাক্ষী থাকবেন।

ব) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ঋণ মঞ্জুরের জন্য নির্ধারিত ফরমের সাথে তিন কপি সত্যায়িত ছবি, নমিনীর সত্যায়িত ছবিসহ অঙ্গিকার নামা, গ্যারান্টারের ছবিসহ অঙ্গিকারনামা, আবেদনকারী ও নমিনীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

৮. ঋণের জন্য যেকোন সময়ে নির্ধারিত ফরমে সভাপতি/সদস্য-সচিব বরাবর আবেদন করা যাবে তবে বছরে ৪(চার) বার অর্থাৎ জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে ঋণ মঞ্জুর করা হবে। অর্থ ও হিসাব বিভাগের ঋণ শাখা কর্তৃক আবেদন পত্রগুলো প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাইপূর্বক তালিকা তৈরী করে ঋণ মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটির নিকট পেশ করা হবে। ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩৩৩

ঋণ মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটি হবে নিম্নরূপ:

ক) উপাচার্য, বশেমুরকুবি	সভাপতি
খ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক	সদস্য
গ) রেজিস্ট্রার, বশেমুরকুবি	সদস্য
ঘ) উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বশেমুরকুবি	সদস্য
ঙ) সভাপতি, শিক্ষক সমিতি, বশেমুরকুবি/ ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক	সদস্য
চ) সভাপতি, কর্মকর্তা পরিষদ, বশেমুরকুবি/ ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত উপ-রেজিস্ট্রার পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
ছ) ট্রেজারার, বশেমুরকুবি	সদস্য-সচিব

উপরোক্ত কমিটি ঋণ মঞ্জুরের পর ঋণ গ্রহীতা গৃহীত ঋণ অনুমোদিত খাতে ব্যয় করছেন কিনা তাও পর্যবেক্ষণ করবেন।

১০. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি ঋণ শাখা গঠন করবেন। ঋণ মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং উপাচার্য কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ গ্রহীতার নামের তালিকা অর্থ ও হিসাব অফিসের ঋণ শাখায় প্রেরণের পর অর্থ ও হিসাব বিভাগের ঋণ শাখা একাউন্ট পেই চেক অথবা এডভাইস এর মাধ্যমে ঋণের অর্থ ছাড় করবেন। ঋণের কিস্তি আদায় এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবের কাজ ঋণ শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হবে। যেমন: ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, ঋণ প্রদান, বেতন হতে কিস্তি কর্তন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর, লেজারে পোস্টিং, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ।
১১. সংশোধন ও বিরোধ মিমাংসা: এই নীতিমালার কোন অংশ সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন এর প্রয়োজন হলে উপাচার্য মহোদয় ঋণ মঞ্জুরী ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটির সভা আহ্বান করে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক যথাযথ প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন। এই নীতিমালার আলোকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিরোধ সৃষ্টি হলে এই নীতিমালার আলোকেই বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া উভয় পক্ষ সম্মত হলে আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাবে।
১২. এই নীতিমালায় অসংলগ্ন, অনুল্লিখিত বা অসম্পূর্ণ কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা সমস্যা উত্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

